গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতিঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
সভার তারিখ ঃ ০৩/০৯/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১১টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি কিছু নির্দেশনাসহ ফেরৎ এসেছে। সচিব মহোদয় বলেন বর্তমান ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে কিন্তু আইনের অভাবে কাজ করা যাচ্ছে না ।	ভূমি বিরোধ কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদান সহ ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম;
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন , আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান ২১০টি স্কুল জাতীয়করণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে এবং বাকী ১৮টি নিয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়েছে,	১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	(১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;

		কমিটি হয়েছে এবং বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে । সভাপতি মহোদয় বলেন এটি না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।তবে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। ৩) খগড়াছড়ি জেলায় ৪টি ছাত্রাবাস অন্যান্য জেলার ৪টি করে ছাত্রাবাসের মত চালুর বিষয়ে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টেলিফোনে জানান বিষয়টি এখনও পর্যালোচনাধীন আছে এবং এ বিষয়ে পরিষদ সভায় এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।	২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। ৩) খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়	২)প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ৩) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য তিনজেলার সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হয়। ২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া উক্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপসচিব সমন্বয়-২ বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির আজকের সভায় উপস্থিতির কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারনে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হননি।	১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য তিনজেলার সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হয়। ২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	(১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান; (২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ;

৪.	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে।	১) আলোচ্য কার্যক্রমগুলো চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		২)পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৫-২০১৬ মেয়াদে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন'২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৯৪.৬৪ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬১%।	(২)কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্পটি ২০০৮-১৬ অব্যাহত রাখার জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়।	(২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড;
		৩) খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ফলজ চারা,সার,মুরগী ইত্যাদি উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সম্পর্কিত, ফল উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(৩) এ বিষয়ে ফাও এর সাথে যোগাগযোগপূর্বক আগামী সভার পূর্বেই অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য যুগ্মসচিব উন্নয়নকে অনুরোধ করা হয়।	(৩)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;
		৪) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক চলতি অর্থ বছরে কফি ও স্ট্রবেরী চাষ সম্প্রসারণের জন্য এডিপিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রাঙ্গামাটিতে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রকল্প প্রনয়ন কাজ চলছে । খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।	৪) কফি ও স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়।	৪) চেয়ারম্যান/মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।
৫.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে "উচু ভূমি বন্দোবস্তিকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প খাতে মে/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%।	১) প্রকল্পটি চালু রাখার ও বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো,
		২) তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৩,৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে	২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	(২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম।

	দিতে হবে।	"Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি-তে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান এর সুপারিশ সম্পতি পাওয়া গেছে। অতি শীঘ্র প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।		
		৩) গত মার্চ ২০১৫ খ্রি. মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে পপি ও তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করণসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে, `ALLEVIATE RURAL POVERTY THROUGH ESTABLISHMENT OF SMALL AND MIXD FRUIT GARDEN IN KHAGRACHARI HILL DISTRICT" শীর্ষক প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(৩)যুগ্মসচিব(উন্নয়ন)/, /সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা), পাচবিম, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ;
		৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৩য় পর্যায়ে পাইলট প্রকল্প মেয়াদ ০১/০৭/২০১৫ থেকে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত, বরাদ্দ ৫.৩৭ কোটি। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পাইলট প্রকল্পে প্রতি প্লটে ১বিঘা আয়তনের ১৪২টি প্রদর্শনী প্লট, ৩০টি গবেষণা প্লট, ইক্ষুর সাথে সাথীফসলের জন্য ১৬১টি প্লট চাষ করা হয়েছে। এছাড়া গৃহস্থালী ইক্ষু চাষের জন্য প্রতিটি ১ শতক আয়তনের ৩১০টি প্লটে চাষ করা হয়েছে। কৃষক প্রশিক্ষণ ৬৪০ জন, ফিল্ড ডে ০৩দিন, ওয়ার্কসপ ও সেমিনার ০৩ দিন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুড় উৎপাদন হয়েছে ২৩ টন এবং তামাক চাষীদের স্থলে ৪৪০ জনকে ইক্ষু চাষে নিয়োজিত করা গেছে।	৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের ৩য় পর্যায়ের (০১/০৭/১৫ থেকে ৩০/০৬/১৮ পর্যন্ত)প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়।	(৪) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষু চাষ প্রকল্প।
		৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ ১ জুলাই-২০১৩ হতে ৩০ জুন-২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো উন্নত জাতের সমভূমি ও পাহাড়ী তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি, সাথী ফসল ও ফসল আবাদের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানো, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, দারিদ্রতা বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি,তুলা উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারন ও দক্ষতা বৃদ্ধি, শিমুল ও পাহাড়ী চারা উৎপাদন ও বিতরণ এবং ক্ষতিকর তামাক ফসলের বিকল্প হিসাবে তুলা আবাদে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের	৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের তুলা উন্নয়ন প্রকল্পটি (০১/০৭/১৩ হতে ৩০/০৬/১৮) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে ও সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়।	(৫) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলা উন্নয়ন প্রকল্প।

		প্রতিনিধি জানান উভয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে চলেছে।		
৬.	প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	**জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি ০৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬৪.৭৭ একর জায়গা অধিগ্রহণ, তৎস্থিত গাছপালা ও ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ মূল্য বাবদ ৬৩,৯২,৮৪,৩৬১/- টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ক্ষতিপূরণের টাকা বরাদ্দ চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কাছ থেকে জানা যায় ইতোমধ্যে ম্যানেজমেন্টে ৩৯জন এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ৩৩জন করে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে। সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাশ শুরু হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সভাপতি মহোদয় বলেন প্রায় শতাধিক লোককে উচ্ছেদ করে রাঙ্গামাটির ঝগড়াবিল মৌজায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কিনা বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।**	বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি।
৭.	তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে।	তিন পার্বত্য জেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে MLE চালু করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান ০৫ (পাঁচটি) নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় বই তৈরী করা হচ্ছে (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদ্রী)। ২০১৬ তে এ সমস্ত প্রি-প্রাইমারী বই দেয়া হবে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত এ সমস্ত বইয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং কারিকুলাম তৈরীর কাজ চলছে।	সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় MLE চালু করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ।
৮.	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ	১)পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পে ১১১কোটি টাকার ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্ধারিত স্থানে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	১) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্সের নির্ধারিত স্থানে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)কে অনুরোধ করা হয়।	১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন); সিনিয়র সহকারী প্রধান, পাচবিম; ২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম।

৯.	পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করণ।	১) সভায় উপস্থিত বিআইডব্লিউটিসির প্রতিনিধি বলেন, কাপ্তাই লেকের বিবেচ্য রুটের নাব্যতা ও উপযোগিতা বিবেচনা করে উপরোল্লিখিত প্রকল্প দু'টির আওতায় সংগ্রহীতব্য সী-ট্রাক অথবা ওয়াটার বাস যেটি অধিকতর উপযোগী হবে সেগুলো দ্রুত নির্মাণ সাপেক্ষে নিয়োজিত করা যেতে পারে। সম্প্রতি বিআইডব্লিউটিসি কর্তৃক ১০৪০.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "৩৫টি বানিজ্যিক জলযান সংগ্রহ এবং ২টি নতুন স্লিপওয়ে নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়। প্রকল্পের উপর ২৭/০৪/২০১৫ তারিখে নৌপম এ যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে যা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি মহোদয় কমপক্ষে ২/১টি Vessel চালু রাখার জন্য বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ জানান। সচিব মহোদয় বলেন, প্রচুর Siltation হয়েছে এতে অনেক বড় ড্রেজার লাগবে।	১)পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করত High Speed Water Vessel/Water Bus চালুর জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয়।	১.যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম, চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এবং নৌ -পরিবহন মন্ত্রণালয়
		২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের জন্য রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ হতে প্রকল্প প্রনয়নের কাজ চলছে বলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি সভাকে অবহিত করেন।	২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়।	২)চেয়ারম্যান/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।
১০.	তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়ন করতে হবে	১) সভায় বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন (VCF) এর সংখ্যা তাদের জানাতে হবে, গত সভার সিদ্ধান্তটি চট্টগ্রাম বন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। সামাজিক বনায়নে তাদের কমিটি আছে ও নীতিমালা আছে । তারা পরীক্ষা করে যদি নীতিমালা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাহলে তারা তা করবে বলে জানান। তিনি আরও জানান সামাজিক বনায়ন করতে হলে দুই মন্ত্রণালয়কে একসাথে বসতে হবে।	১)তিন পার্বত্য জেলায় কমন ফরেস্ট হোক আর রিজার্ভ ফরেস্ট হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	১) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা; প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা;
		২) ইউএসএইড থেকে আগত প্রতিনিধি জানান Village Common Forest (VCF) এর কাজটি ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ করে থাকে। ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ এবং ইউএসএইড সভায় VCF এর তালিকা উপস্থাপন করেন। বোমাং সার্কেলে VCF এর সংখ্যা-১১৭টি, মং সার্কেলে VCF এর সংখ্যা-৫৫টি, চাকমা সার্কেলে VCF এর	২) মৌজা বনের সংখ্যা অনুযায়ী সামাজিক বনায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রধান বন সংরক্ষককে অনুরোধ করা হয়। ১ নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরিষদ অনুবিভাগ থেকে পত্র প্রেরণ করতে	২) যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা।

		সংখ্যা-১৪২টি, মোট VCF এর সংখ্যা ৩১৪টি। তারা বলেন, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সামাজিক বনায়ন সম্ভব নয়।	হবে।	
১১.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে।	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ মেয়াদে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬৫%।	১) "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০১১-১৭) অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গামাটি।
		২) পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে দু'টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ- ক) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারীদের গরুপালন প্রকল্প (২০১৫-২০১৮)" এবং খ) "পাহাড় এলাকায় ব্যাপকভাবে উন্নত বাঁশ ও বেত চাষ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনগণের আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ ও বেত উৎপাদন প্রকল্প" (২০১৫-২০১৮) গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প দুটির ডিপিপি গত ২৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩৬০ নং স্মারকমূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	২) প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গামাটি।
		(৩) (ক) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে ১৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	৩) (ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	৩) (ক)চেয়ারম্যান, বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		(খ) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ জানান খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে বিসিক এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারে প্রশিক্ষণ চলছে। বৃহৎ আকারে সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন।	(খ) এ বিষয়ে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	(খ) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ।
		(গ) খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ কর্তৃক এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।	(গ) এ বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	(গ) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ।

		৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), রাঙ্গামাটি। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য অধিদপ্তর। প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১/০৭/১২ থেকে ৩০/০৬/১৭ । প্রকল্প এলাকা তিন পার্বত্য জেলার সকল উপজেলা। সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ৬৮৪৭.২৪ লক্ষ টাকা। মিনি হ্যাচারী নির্মাণ, ক্রিক উন্নয়ন, নার্সারী উন্নয়ন,মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ ও হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন ইত্যাদি কাজ এগিয়ে চলছে। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপনন কেন্দ্রের কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মাছ উৎপাদিত হয়েছে ৮৬৪৫ মেট্রিক টন। যা গত অর্থ বছরের চেয়ে ৯২০ টন বেশী। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে লাভের পরিমান ৫ কোটি ১২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা যা এ যাবত কালের সর্বাধিক মুনাফা বলে ব্যবস্থাপক জানিয়েছেন। মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান চলমান সমাজভিত্তিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য ০৩টি জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ভেড়ার খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা হতে ২০ জন খামারীর প্রতিজনকে ০৩টি করে মোট ১৫০০ শত ভেড়া প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভেড়ার খামারীদের মধ্যে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২১১০৯ জন জেলেকে নিবন্ধন দেয়া হবে। ১৫১৩৬ জনকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। ০৩টি জেলায় ও ২৫ উপজেলায় সমাজভিত্তিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	৪) পাহাড়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও চালু রাখার জন্য মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সমাজ ভিত্তিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পটি চালু রাখার জন্যও উক্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম এবং মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
		৫) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক বান্দরবানে ০২টি এবং খাগড়াছড়িতে ০১টি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে।ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	৫) ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যুগ্মসচিব উন্নয়নকে অনুরোধ করা হয়।	৫) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম।
		৬) BRAC কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কি কি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে উপসচিব সমন্বয়-২ বলেন BRAC এর প্রতিনিধি সাক্ষাত করে	৬) এ বিষয়ে BRAC এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	৬) উপসচিব(সম-২), পাচবিম।

		জানান শীগগীরই একটি সুবিধাজনক সময়ে এ বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করবে।		
১২.	পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত।	১) কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ডের কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তিনটি চা বাগান সৃজনের জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে মর্মে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) সভায় জানান। ২) "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটিকে বাস্তবায়নের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও চা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।	১)কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে তিনটি চা বাগান সৃজনের জন্য তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। ২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও চা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।	১) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যুগ্মসচিব(উন্নয়ন), পাচবিম।
১৩.	বিবিধ	যথাসময়ে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ ।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ই-মেইলে shahen.reza@yahoo.com ও sagoraminulislam@yahoo.com -এ বা অন্যমাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-১৩/০৯/২০১৫

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪- ৪১৪

তারিখঃ ১৫/০৯/২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৩০/০৮/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, ...মন্ত্রণালয়।

২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম।

৩। ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।
৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।
৬। প্রধান বন সংরক্ষক,আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৮। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জেলা।
১০। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।
১২। জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস,পরিচালক ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,পুরাতন সংসদ ভবন,তেজগাঁও ঢাকা (অবগতি ও কার্যার্থে)।
১৩। সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।
১৪। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প (৩য় পর্যায়), রাঙ্গামাটি।
১৫। প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলা উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮। সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। জনসংযোগ কর্মকর্তা , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। অতিরিক্ত সচিব (সকল)এর ব্যক্তিগত কর্মকতা ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২১। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। অফিস কপি।

(সুবিনয় ভট্টাচার্য্য)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৭৪৪১৭
ই-মেইল :shahen.reza@yahoo.com